অনুসন্ধান কলকাতা

উৎকর্ষ শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে অঙ্গীকারবদ্ধ

Teacher's Day 2024

সভাপতি

ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

হতে হবে কান্ডারী

আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঠিক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপই পারে আগামী দিনের সুস্থ ও সুউন্নত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে। সিলেবাস বা পাঠক্রম তো প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সোপান বা সিঁড়ি মাত্র। কিন্তু যে গুণগুলি বা দক্ষতাগুলি অর্জন করলে আগামী দিনের সামাজিক চাহিদাগুলির সঠিকভাবে প্রতিকার করা যায়, তা কি সম্পন্ন হচ্ছে?

শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানের প্রতিযোগিতায় আটকে না থেকে ভবিষ্যতের কাণ্ডারী নির্মানের সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেই দিশা উপলব্ধি করে নিজেদেরও ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির যথোপযুক্ত কাণ্ডারী করে গড়ে তুলুন। অনেক অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার দৃঢ় ও নির্ভিক মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। সমাজের নানান ধরনের প্রয়োজনের গুরুত্ব মাথায় রেখে সব ধরনের পারদর্শীতার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সকল বিষয়ের সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করতে হবে। নতুবা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে আমাদের সামাজিক প্রয়োজন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, অনেক বিষয় ও পারদর্শীতার গুরুত্বের অপমৃত্যু হবে। সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে।

আজকের শিক্ষা আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হতে পারে না। তাই যেকোনো স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্তৃপক্ষকে বিশ্বনাগরিক তৈরির দক্ষতাগুলি মাথায় রেখে চাহিদা পূরণের শিক্ষাদানে ব্রতী এবং পূর্ণ মাত্রায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ও যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষজনকে বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের সংস্পর্শে অন্ততঃ ওয়েবিনারের মাধ্যমেও আনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োগমূলক দক্ষতা অর্জনের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালার ব্যবস্থা আজ ভীষণভাবে প্রয়োজন। কেবল পুঁথি সর্বস্ব জ্ঞান আগামী দিনের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে না। প্রকৃত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের বাধাগুলিকেও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। জীবাণুকে সনাক্ত না করলে রোগ প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষার মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক পুষ্টি হতে পারে তার যেকোনোরকম বাধাগুলিতে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।

Prevention is better than cure.

সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক দীপক রঞ্জন মন্ডল

শিক্ষক হবেন যেমন
ছাত্র গড়বে তেমন
শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক দিবসে সে কথাই শোনালেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সিধো-কানহো বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক দীপক রঞ্জন মন্ডল

- শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষকের সব থেকে বড় পরিচয় কী?
- শিক্ষকের আচার-আচরণ, ব্যবহার, এক কথায় বলা যায় শিক্ষক সুলভ ইমেজ।
- একজন শিক্ষার্থী কী তার প্রিয় শিক্ষককে সব সময় আদর্শ ভাবে?
- শিক্ষার্থীর কাছে যে শিক্ষক প্রিয়, তাঁকে সে সব সময় দেখতে চায় আদর্শ হিসেবে।
- অতঃপর শিক্ষকের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?
- শিক্ষক সবকিছু জানেন, এমন ভাব তাঁর কখনোই করা উচিত নয়। বরং শিক্ষক যদি তাঁর ছাত্রদের বলেন, আজকের ক্লাস থেকে আমি তোদের কাছ অনেক কিছু শিখতে পারলাম, বেশ কয়েকটা নতুন পয়েন্ট জানলাম। তাহলে শিক্ষার্থী অনেক বেশি উৎসাহিত হবে, উদ্বুদ্ধ হবে। কোনো বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের কিউরিওসিটি জন্মিয়ে ক্রিয়েটিভ এবং ক্রিটিকাল থিংকিং-এ উন্নীত করাই শিক্ষকের কাজ।

  আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল ছাত্রের মনে সৃজনশীল কাজ আর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আর আনন্দ জাগ্রত করা।
- পড়ানোর সময় একজন শিক্ষককে কোন দিকটা বিশেষ করে মাথায় রাখতে হবে?
- মনে রাখতে হবে হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না, শিক্ষার্থীও তেমনই সকলে একই ধরনের হবে, এটা মনে করা ভুল। কেউ একটু ধীরে শেখে, আবার কেউ অতি দ্রুত, আবার কেউ বা মাঝারি, এটাই তো স্বাভাবিক।

  ধীর গতির শিক্ষার্থীদের নিয়েই হয় সমস্যা। অনেক সময়েই শিক্ষকরা বলে ফেলেন, এই সহজ পড়াটা পারলি না, তোর দ্বারা কিছু হবে না। শিক্ষকের এরকম আচরণ কিন্তু ওদের আরো অনেকটা পিছিয়ে দেয়, আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে, ওদের এই পিছিয়ে পড়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। যেগুলির দায় হয়তো বা ওই ব্যক্তি-ছাত্রের ওপর খুব একটা বর্তায় না। পারিবারিক দারিদ্র্য, দীর্ঘ অসুস্থতা, বিভিন্ন কারণে স্কুলে অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে তারচ এই পশ্চাদপদতা। এই সমস্ত দিক মাথায় রেখে শিক্ষক যদি ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে যান, একাত্ম হন, কাছে টেনে নেন, তার অসুবিধের প্রতি সমব্যথী হন, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠবে, সক্ষতা তৈরি হবে। এটাকে সযত্নে লালন করলে ওই ছাত্রটি তার প্রিয় শিক্ষকের জন্য অনেক কিছু করতে রাজি হবে। অনেকটা কষ্ট করে হলেও পড়াশুনাতেও মন দেবে।
- এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কিছু স্ট্র্যাটেজি নেয়া প্রয়োজন?
- এগিয়ে থাকা বা মাঝারি মানের শিক্ষার্থীদের জন্য খুব একটা চিন্তার নেই। পাঠ্যের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করতে করতে পাঠ্যের বাইরে চলে যাওয়া, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পড়াশোনার মিল খুঁজে পেলে ওরা অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করবে। এমনকী ধীরগতি সম্পন্ন ছেলেরাও। ওদের করা প্রশ্নের উত্তর ওরাই খুঁজুক শিক্ষক শুধু মাঝেমধ্যে ধরিয়ে দেবেন। এতেই কাজ হবে।

  বিশেষ কোনো উত্তর শিক্ষকের জানা না থাকলে তিনি কি করবেন?

  এরকম হতেই পারে, শিক্ষার্থীর করা প্রশ্ন কিংবা প্রশ্ন করতে করতে আপনি এমন একটা প্রশ্ন করেছেন যার উত্তর আপনারই জানা নেই। আপনি সেটা কখনো লুকোবেন না, পরিষ্কার বলুন এর উত্তর তোমরাও খোঁজো, আমিও খুঁজছি, পরে আলোচনা করা যাবে।
- ক্লাসরুম গতিময় রাখার কিছু পরামর্শ যদি দেন –
- ওদের পারফরমেন্সকে সবসময় অ্যাপ্রেসিয়েট করুন। এমনকী মাঝেমধ্যে ওদের কাছে শিক্ষক হেরে যাওয়ার ছলনাও করতে পারেন। আসলে ক্লাসে গতি বজায় থাকবে কীভাবে, শিক্ষার্থী সার্বিক উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সজাগ হতে হবে শিক্ষককেই। চোখ-কান খোলা রেখে নতুন ভাবনা, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। দিন বদলাচ্ছে, ধাঁচ তো বদলাবেই।

  মনে রাখতে হবে ছাত্র আছে বলেই শিক্ষকের অস্তিত্ব। পড়াশোনায় শিক্ষার্থীরা যত উৎসাহ নিয়ে ভরিয়ে তুলবে শিক্ষাঙ্গন, ততই শিক্ষকের জয়জয়কার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে শিক্ষক নায়ীমুল হক

অনুসন্ধান শিক্ষা সম্মান : বছর-বছর

২০২১ সাল

সমর বাগচী

জোসনারা বেগম

দিব্য গোপাল ঘটক

ডক্টর মানস প্রতিম দাস

রিফাত শাহরুখ

ঋষি চক্রবর্তী

২০২২ সাল

সনৎ কর

জয়নুল হক

অধ্যাপিকা এনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

২০২৩ সাল

আসাদ মন্ডল

খাদেমুল ইসলাম

অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়

দীপক কুমার দাঁ

ডক্টর সুপ্রিয় কুমার সাধু

অনুসন্ধান কলকাতা

অনুসন্ধান কলকাতা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাজকর্ম-কেন্দ্রিক একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

যাঁরা যুক্ত আছেন

মূলত অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিশিষ্ট শিক্ষক অধ্যাপক বিজ্ঞানীবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। যুক্ত আছেন স্বনামধন্য শিক্ষা-গবেষক শিল্পী সাহিত্যিক মনোবিদ প্রযুক্তিবিদ। অনুসন্ধানের সন্ধানী ও পৃষ্ঠপোষক তালিকা দীর্ঘ এবং তা রাজ্য ও দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত।

সূচনা

ভাবনার শুরু ২০১৮ সালের মে মাস নাগাদ। বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রশাসক মাননীয় দিব্যগোপাল ঘটক, শিক্ষক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, শেখ আলী আহসান, পঙ্কজ মহাপাত্র, নায়ীমুল হক, শাহাবুল ইসলাম গাজী, আসাদুজ্জামান, পান্থ মল্লিক প্রমুখ গুণীজনের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আরো অনেকের সম্মিলিত উদ্যোগে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। পাশে দাঁড়ানোর জন্য সম-মনোভাবাপন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন জানানো হলে তাঁরা যথাসম্ভব সাহায্য করতে সম্মত হন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যেসব বিদ্যালয়ের সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি ছিল সেই সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা তাঁদের বিদ্যালয়ে সাদর আহ্বান জানান। অতঃপর মুর্শিদাবাদ, মালদা, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বেশ কিছু বিদ্যালয়ে সফর সম্পন্ন হয়। শুরু হয় কাজ।

নামকরণ ও লোগো

২০২১ সালের প্রথম দিকে প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী সমর বাগচী মহাশয় সংগঠনের নাম রাখলেন 'অনুসন্ধান'। এগিয়ে এলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মিহির সেনগুপ্ত মহাশয়। লোগো প্রস্তুত হল আরো কিছু পরে— ২৬ জুলাই তারিখে, আর একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মতিয়ার রহমান খান সাহেবের তদারকিতে।

কর্মসূচি : এক নজরে

মাধ্যমিক প্রস্তুতিতে পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে বছরভর কর্মসূচি

- প্রতিমাসে অনলাইনে সাতটি বিষয়ের MCQ পরীক্ষা।
- প্রতিমাসে অনলাইনে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস।
- পরীক্ষার ঠিক পূর্বে বিশিষ্ট মনোবিদদের সহায়তায় মোটিভেশন ক্লাস, স্ট্রেস-ম্যানেজমেন্ট এবং বিশেষ ক্লাস।
- এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফলাইনে মাধ্যমিক প্রস্তুতির বিশেষ পরীক্ষা ও সেমিনার।

  বিষয় : কীভাবে হবে আদর্শ প্রস্তুতি, পরীক্ষা হলে টাইম ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।
- এছাড়াও থাকে প্রকাশনা — মাধ্যমিক টেস্ট পেপার্স, সাজেশনস।
- পরীক্ষার পরে থাকে কাউন্সেলিং, এডুকেশন কেরিয়ার গাইডেন্স-এর অনলাইন ও অফলাইনে অনুষ্ঠান।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে

অনুসন্ধান কলকাতা আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান

জানুয়ারি	:	বই দিবস, জাতীয় যুব দিবস উদযাপন।
ফেব্রুয়ারি	:	আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস, জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন।
মার্চ	:	আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর জন্ম দিবস পালন।
মে	:	আন্তর্জাতিক মাতৃদিবস উদযাপন।
জুন	:	বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন ও বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা ধরনের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার পর্ব। এছাড়াও থাকে বৃক্ষরোপণ, চারাগাছ উপহার ইত্যাদি।
জুলাই	:	চিকিৎসক দিবস পালন, প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর জন্মদিবস পালন।
আগস্ট	:	ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস উদযাপন, হিরোশিমা ও নাগাসাকি দিবস উদযাপন।
সেপ্টেম্বর	:	শিক্ষক দিবস উদযাপন ও শিক্ষক দিবস সংখ্যা প্রকাশ।
ডিসেম্বর	:	জাতীয় গণিত দিবস উদযাপন এবং গণিত দিবস উপলক্ষে প্রতিযোগিতা ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ।

Anusandhan Kolkata

Sama Niketan • Srijan Park • Nabapally • Barasat • Kolkata-700126

9836058826 / 9681687670

anusandhan.kolkata@gmail.com

www.anusandhan.org.in

ANUSANDHAN KOLKATA

Ignite, Inspire and Empower Young Minds for Responsible Global Citizens

1. Your Name:-

2. Address in Details:-

3. Email:-

4. Contact Number:

5. WhatsApp Number:

6. Please Mention Your Profession:-

7. Would you like to Donate something for the residential schools in backward areas in West Bengal ?

   a) Books for class IX-X

   b) Books for class XI-XII.

   c) Sanitary Utilities in school

   d) Others items.

8. Would you like to teach/mentor students/teachers ? Mention the subject with your interest